দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 25 APR 2018
পৃ ৩ কলাম ২

জীর্ণ কারিগরি শিক্ষা সংস্কার হচ্ছে

এম এইচ রবিন

দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কারিগরি শিক্ষা।

অথচ দেশের এই শিক্ষা খাত অনেকটা জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তাই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন ও মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে নতুন আঙ্গিকে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- যুগোপযোগী পাঠ্যবিষয় অন্তর্ভুক্তি
- জেএসসি পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালু
- আধুনিক ল্যাব সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন
- দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা

সূত্র জানায়, কারিগরি শিক্ষায় ২০২০ সালে ২০ শতাংশ, ২০৩০ সালে ৩৫ শতাংশ এবং ২০৪১ সালে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগ। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার্থীর গড় বৃদ্ধির হার ছয় শতাংশ। কারিগরিতে এ হার মাত্র ১৪ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষা পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করে একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে মন্ত্রণালয়। কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠন করা হয় পাঁচটি টাস্কফোর্স। মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগে সুপারিশ দিয়েছে টাস্কফোর্স। সুপারিশ করা হয়েছে– কারিকুলাম সংস্কার, যুগোপযোগী পাঠ্যবিষয় অন্তর্ভুক্তি, জেএসসি পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালু প্রয়োজনে পঞ্চম শ্রেণিতেও ভোকেশনাল কোর্স রাখা, আধুনিক ল্যাব সমৃদ্ধ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুরনো জীর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারসহ দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ এমনকি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

জীর্ণ কারিগরি শিক্ষা

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) (পিএসসি) আদলে কারিগরি শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠনের।

সুপারিশের আলোকে সম্প্রতি এসডিজি অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক (টিভিইটি) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন চূড়ান্তকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রতি। এতে গুরুত্বারোপ করা হয় আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে ভোকেশনাল কোর্স (কারিগরি শিক্ষা) চালুর বিষয়ে।

জানা গেছে, ইতোমধ্যে একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাদ্রাসা কারিগরি শিক্ষা বিভাগ। কী ধরনের কোর্স চালু করা হবে তা যাচাই-বাছাই করতে গঠন করা হয়েছে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় কারিগরির পরীক্ষা ভীতি এড়াতে নিয়মিত ক্লাসের অ্যাসেসমেন্ট করার বিষয়ে প্রাথমিক ভাবনা রয়েছে মন্ত্রণালয়ের। এ প্রসঙ্গে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উপসচিব (কারিগরি) সুবোধ চন্দ্র ঢালী আমাদের সময়কে বলেন, সরকারি বেসরকারি সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অষ্টম শ্রেণিতে এসএসসি ভোকেশনালের কোন কোন কোর্স চালু করা যায় তা যাচাই করতে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন হয়েছে। তারা সুপারিশ করবে কোন কোন ট্রেড কোর্স চালু করা যায়। কীভাবে এর অ্যাসেসমেন্ট হবে ইত্যাদি। টাস্কফোর্স সুপারিশ করেছে, পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা চালু করা; ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সিলেবাসে অন্তত একটি কারিগরি বিষয় অন্তর্ভুক্তি; আধুনিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক মাদ্রাসা শিক্ষা চালু করা; মাদ্রাসায় কারিগরি ও ভোকেশনাল কোর্স বাধ্যতামূলক করা; ২০২০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী ভর্তি করানো।

এ লক্ষ্যে আটটি বিভাগীয় শহরে মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা; শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে বিটিইটি ও বিএমইবির এক মানে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা; বিভাগীয় পর্যায়ে সমন্বিত বোর্ড গঠন; প্রশিক্ষিত বিদ্যমানের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষক তৈরির জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে টিটিটিসি ও ভিটিটিআই স্থাপন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এম.পি বিভাগ
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর